সচিব
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিদ্যুৎ সকল উন্নয়নের চালিকাশক্তি বিধায় সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করে এর উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক দিকনির্দেশনায় বিদ্যুৎ খাতে এক প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে আশুগঞ্জে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন এবং ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে যাচ্ছে। আমি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক গৃহীত আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্টের শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার এবং ৫১ মেগাওয়াট মিডল্যান্ড আইপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৬,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। তখন দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো গতিশীল হবে। উন্নয়ন সহযোগী, সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন এবং বেসরকারী খাতে আইপিপি এর মাধ্যমে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত নয়। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতির পাশাপাশি বিকল্প অর্থায়ন নিয়ে ভাবতে হবে। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ এর নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং সরকারের সহযোগিতায় Export Credit Agency (ECA) অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী ও সাহসী সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি। অর্থায়নের এই নবধারা বাংলাদেশে বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যথাসময়ে প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ

বাণী

বর্তমান সরকারের আমলে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল) কর্তৃক নির্মিত আশুগঞ্জ ৫৩ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেঃওঃ মডিউলার ও মিডল্যান্ড পাওয়ার কোং লিঃ কর্তৃক নির্মিতব্য ৫১ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন ভিত্তিক আইপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে যা এপিএসসিএলের নিবিড় এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল। আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে এ সকল প্রকল্পসমূহ উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সদয় সম্মত হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এপিএসসিএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক আগ্রহ, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বিদ্যুৎ খাতে বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য রূপকল্প - ২০২১ প্রণয়ন করেছেন। এ রূপকল্পকে সামনে রেখে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭৩১ মেগাওয়াট হতে ৩৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ নিজস্ব অর্থায়নে ৫৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি গ্যাস ইঞ্জিন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেছে যা ৩০ এপ্রিল, ২০১১ হতে পূর্ণ ক্ষমতায় জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। আলোচ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে দু'টি যথাক্রমে আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (সাউথ) এবং ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট Export Credit Agency (ECA) অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে; যা দেশের বিদ্যুৎ খাতে প্রথম। প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতির পাশাপাশি এ ধরণের Innovating Financing বিদ্যুৎ খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

আলোচ্য প্রকল্পসমূহে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির উচ্চ দক্ষতার প্ল্যান্ট/ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হবে। ফলে কম জ্বালানী খরচ করে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের অব্যাহত সহযোগিতা থাকলে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক আয়োজিত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এপিএসসিএল এর কর্মকর্তা কর্মচারীসহ প্রকল্পসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

কোম্পানী পরিচিতি ঃ

নাম	ঃ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ (এপিএসসিএল)
কর্পোরেট অফিস	ঃ আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০২
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	ঃ ২৮ জুন ২০০০
কোম্পানী স্টেটাস	ঃ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
উৎপাদন ইউনিট	ঃ ৯টি (৬টি স্টিম টারবাইন+২টি গ্যাস টারবাইন+১টি গ্যাস ইঞ্জিন)
বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ ৭৩১ মেগাওয়াট
ভূমি	ঃ ২৬৩.৫৫ একর
কোম্পানী ওয়েবসাইট	ঃ www.apscl.com
ই-মেইল	ঃ apscl@apscl.com, apsclbd@yahoo.com

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ-এর চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট সমূহ ঃ

ইউনিট	উৎপাদন শুরুর তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)		নির্মনাধীন প্রকল্পসমূহ
		স্থাপিত	ডিরেটেড ক্ষমতা	
ইউনিট-১	১৭.০৭.১৯৭০	৬৪	৬৪	• ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল • ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ) • ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ) • ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার
ইউনিট-২	০৮.০৭.১৯৭০	৬৪	৬৪	
ইউনিট-৩	১৭.১২.১৯৮৬	১৫০	১৫০	
ইউনিট-৪	০৪.০৫.১৯৮৭	১৫০	১৫০	
ইউনিট-৫	২১.০৩.১৯৮৮	১৫০	১৫০	
জিটি-১	১৫.১১.১৯৮২	৫৬	৪০	
জিটি-২	২৩.০৩.১৯৮৬	৫৬	৪০	
এসটি	২৮.০৩.১৯৮৪	৩৪	২০	
গ্যাস ইঞ্জিন	৩০.০৪.২০১১	৫৩	৫৩	
মোট=		৭৭৭	৭৩১	

উদ্বোধন ঃ

৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্টঃ

দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সালে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে ৫৩ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫.০৭.২০১০ তারিখে মেসার্স TSK, Spain (EPC) এর সাথে প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংকের স্বল্পকালীন ৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণসহায়তার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় এবং এক বছরের মধ্যে উক্ত ঋণ পরিশোধ করা হয়। নবনির্মিত ইউনিটটি ৫৩ মেগাওয়াট লোডে ৩০.০৪.২০১১ তারিখে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। প্রকল্পটির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

প্রকল্প খরচ	: ৩০৬ কোটি টাকা
অর্থায়ন	: এপিএসসিএল এর নিজস্ব তহবিল
ইপিসি কন্ট্রাক্টর	: টিএসকে, স্পেন
চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	: ২৫ জুলাই ২০১০
বাস্তবায়নের সময়	: ২৩৩ দিন
বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর তারিখ	: ৩০ এপ্রিল ২০১১
উৎপাদন ক্ষমতা	: ৫৩ মেগাওয়াট
ইঞ্জিন মডেল	: জিই, জে ৬২০ জিএস-এফ১০১
ইঞ্জিন সংখ্যা	: ১৬ টি
প্রতিটি ইঞ্জিনের উৎপাদন ক্ষমতা	: ৩.৩৩২ মেঃওঃ
ইঞ্জিন প্রস্তুতকারী দেশ	: অস্ট্রিয়া
জ্বালানী	: প্রাকৃতিক গ্যাস

সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের ভিশন অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকলের জন্য সুলভ মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুৎ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বহু প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে চলেছে।

আজ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক গৃহীত আশুগঞ্জ ৫৩ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর শুভ উদ্বোধন এবং ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল, ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (সাউথ), ৪৫০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল (নর্থ), ২০০ মেঃওঃ মডিউলার ও মিডল্যান্ড পাওয়ার কোং লিঃ কর্তৃক নির্মিতব্য ৫১ মেঃওঃ গ্যাস ইঞ্জিন ভিত্তিক আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হতে যাচ্ছে যা বর্তমান সরকারের বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এক বিশাল মাইলফলক। এ উপলক্ষে সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা।

১৩৫৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রকল্পসমূহ নিঃসন্দেহে সরকারের বিদ্যুৎ খাতে ইতিবাচক পদক্ষেপের সুফল। বিগত সাড়ে চার বছরে সরকারি খাতে ১৬৮৭ মেঃওঃ ও বেসরকারি খাতে ২১৮৩ মেঃওঃ মোট ৩৮৭০ মেঃওঃ ক্ষমতার ৫৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৮৭৩ মেঃওঃ গ্যাস ভিত্তিক এবং ১৯৯৭ মেঃওঃ তরল জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৬৭০৭ মেঃওঃ ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ৪২২৪ মেঃওঃ ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৭ সালের মধ্যে সর্বমোট ১৬,০০০ মেঃওঃ ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কাজ করছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে শুধু গ্যাসের উপর নির্ভর না করে বিদ্যুৎ বিভাগ বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লা, বায়ু ও সোলার ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করে।

বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক Innovative Financing এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (সাউথ) এবং ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট Export Credit Agency (ECA) অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে; যা বিদ্যুৎখাতে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পথিকৃত হয়ে থাকবে। আমি এর জন্য আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। এ সকল সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের বিদ্যুৎ খাত আগামীতে এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও শিল্প উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ এর সকল প্রকল্পসমূহের নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ঃ

২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প ঃ

উৎপাদন ক্ষমতা	: ২২৫ মেগাওয়াট
প্রকল্প ব্যয়	: ২১১৬ কোটি টাকা (এপিএসসিএল-এর নিজস্ব তহবিল ৫৭২ কোটি টাকা, ঋণ ১৫৪৪ কোটি টাকা)
প্রকল্প অর্থায়ন	: ইসিএ ব্যাকড (ইউলার হার্মিস, জার্মানী-৬৬ মিলিয়ন ইউএসডি ও কে-শোর, কোরিয়া-১২৭ মিলিয়ন ইউএসডি)
ম্যানডেটেড লিড এ্যারেঞ্জার	: স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক
ঋণ প্রদানকারী সংস্থা	: স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, কোরিয়া ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ডিজেড ব্যাংক এজি, কেএফডব্লিউ আইপেক্স ব্যাংক, সিমেন্স ব্যাংক
চুক্তি স্বাক্ষর	: ০৫-১০-২০১১
ইপিসি কন্ট্রাক্টর	: দ্যা কনসোর্টিয়াম অব হুন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ এন্ড দাইয়ু ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন, কোরিয়া।
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	: কারিগরী পরামর্শ
এলসি খোলার তারিখ	: ০৭-০২-২০১৩
কাজ শুরুর তারিখ	: ১৭-০২-২০১৩
বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর তারিখ	: ১০-০৮-২০১৪ (সিম্পল সাইকেল) এবং ০৮-০৩-২০১৫ (কম্বাইন্ড সাইকেল)
প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়	: ওপেন সাইকেল ১৮ মাস এবং কম্বাইন্ড সাইকেল-২৫ মাস
জ্বালানী	: প্রাকৃতিক গ্যাস
টারবাইন মডেল	: এসজিটি-৫ ২০০০ই, সিমেন্স, এসএসটি-৮০০, সিমেন্স
দক্ষতা	: সিম্পল সাইকেল মোড- ৩২.৯২%, কম্বাইন্ড মোড- ৫২%
অগ্রগতি	: প্রকল্পের পাইলিং কাজ আরম্ভ হয়েছে।

৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সাউথ) প্রকল্পঃ

উৎপাদন ক্ষমতা	: ৩৮০মেগাওয়াট
প্রকল্প ব্যয়	: ৩৭৯২ কোটি টাকা টাকা (এপিএসসিএল তহবিল ৪৩২ কোটি, ঋণ ৩৩৬০ কোটি)
প্রকল্প অর্থায়ন	: ইসিএ ব্যাকড ইউলার হার্মেস জার্মানী = ১০১ মিলিয়ন ইউএসডি সিইএসসিই, স্পেন = ৬০ মিলিয়ন ইউএসডি ওএনডিডি, বেলজিয়াম = ৭৫ মিলিয়ন ইউএসডি মিগা ফ্যাসিলিটি = ১৮৪ মিলিয়ন ইউএসডি
ম্যানডেটেড লিড এ্যারেঞ্জার	: এইচএসবিসি
ঋণ প্রদানকারী সংস্থা	: The Hangkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Banco Espanol de Credito S.A. Caixa Bank S. A. Kfw IPEX-Bank GmbH Norddeutsche landesbank Girozentrale, Singapore Branch Deutsche Bank AG, Tokyo Branch Kfw, Frankfurt am Main
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	: কারিগরী পরামর্শ
চুক্তি স্বাক্ষর	: ১৭-০৫-২০১২
ইপিসি কন্ট্রাক্টর	: দ্যা কনসোর্টিয়াম টিএসকে, স্পেন এবং ইনইলেকট্রা ইন্টারন্যাশনাল, সুইডেন।
এলসি খোলার তারিখ	: ১৪/০৩/২০১৩
কাজ শুরুর তারিখ	: ১৪/০৩/২০১৩
বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর তারিখ	: ১৫/০৬/২০১৫
প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়	: ২৭ মাস
টারবাইন মডেল	: এসসিসি-৫, পিএসি ৪০০০এফ, সিমেন্স
দক্ষতা	: ৫৬.৮১
জ্বালানী	: প্রাকৃতিক গ্যাস
বর্তমান অবস্থা	: ভূমি উন্নয়ন ও পাইলিং-এর কাজ চলছে।

৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (নর্থ) প্রকল্প ঃ

কোম্পানী ইতোমধ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)-এর যৌথ অর্থায়নে আরও একটি ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

উৎপাদন ক্ষমতা	: ৪৫০ মেগাওয়াট
প্রাক্কলিত প্রকল্প ব্যয় (টাকা)	: মোট বিডিটি ৩,৪০০.০২ কোটি (এডিবি+আইডিবি ২৯৯৬.০৪ কোটি, জিওবি ৩৫২.৭১ কোটি, এপিএসসিএল ৫১.২৬ কোটি)
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	: ফিসনার, জার্মানী
দরপত্র আহবান	: ২২-০৭-২০১২
সম্ভাব্য কাজ শুরুর তারিখ	: জানুয়ারী-২০১৪
সম্ভাব্য কাজ শেষের তারিখ	: জুন ২০১৬
প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়	: ওপেন সাইকেল ২০ মাস এবং কম্বাইন্ড সাইকেল-৩০ মাস

২০০ মেগাওয়াট মডিউলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পঃ

উৎপাদন ক্ষমতা	: ১৯৫ মেগাওয়াট
প্রকল্প ব্যয়	: মোট ১৪২৮ কোটি টাকা (১৭০ মিলিয়ন ইউএসডি) (এপিএসসিএল ১২৪ কোটি টাকা, ইউনাইটেড ৩০৪ কোটি টাকা, ঋণ ১০০০ কোটি টাকা)
ইপিসি কন্ট্রাক্টর	: ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লিঃ
প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি	: এপিএসসিএল ও ইউনাইটেড পাওয়ার এর যৌথ উদ্যোগ
সম্ভাব্য বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তারিখ	: ডিসেম্বর, ২০১৪
প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়	: ১৫ মাস (চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে)
জ্বালানী	: প্রাকৃতিক গ্যাস
দক্ষতা	: ৪৬%
ইঞ্জিন	: ২০টি গ্যাস ইঞ্জিন ৯.৮৪ মেগাওয়াট
বর্তমান অবস্থা	: প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে।

২০০ মেগাওয়াট মডিউলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প মডেল

আশুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট মিডল্যান্ড আইপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট

নেট উৎপাদন ক্ষমতা	: ৫৫ মেগাওয়াট
চুক্তির ধরণ	: আইপিপি
প্রকল্প শুরুর তারিখ	: ০৬-১১-২-১২
সম্ভাব্য বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ	: ৩০-০৮-২০১৩
ইঞ্জিন	: ৬টি (প্রতিটি ৯.৩৪ মেগাওয়াট),
প্রস্তুতকারী দেশ	: নরওয়ে
জ্বালানী	: প্রাকৃতিক গ্যাস

২৩০ কেভি/৪০০ কেভি গ্যাস ইন্সুলেটেড সাব-স্টেশন (জিআইএস) সাব-স্টেশন ঃ

নতুন প্ল্যান্ট দু'টির (২ X ৪৫০ মেগাওয়াট) উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ভাবে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ২৩০ কেভি/৪০০ কেভি জিআইএস (গ্যাস ইন্সুলেটেড সাব-স্টেশন) নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাব-স্টেশনের ৪০০ কেভি বাসে ৮টি বে এবং ২৩০ কেভি বাসে ৯টি সর্বমোট ১৭টি বে

২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৫৪৬ মেগাওয়াট এবং এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর উৎপাদন চিত্র হবে নিম্নরূপঃ

২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত কোম্পানীর মোট উৎপাদন চিত্র

নির্মাণ ঃ
- আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডিউলার পাওয়ার প্ল্যান্ট
- আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট
- আশুগঞ্জ ৪৫০মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সাউথ)

অবসর
- ৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি-১, এসটি)

২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর উৎপাদন পরিকল্পনাঃ

২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩৪৪৮ মেগাওয়াট এবং এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর উৎপাদন চিত্র হবে নিম্নরূপঃ

২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত কোম্পানীর মোট উৎপাদন চিত্র

নির্মাণ ঃ
- আশুগঞ্জ ৪৫০মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (নর্থ)
- ১৩২০ মেগাওয়াট কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট

অবসর
- ১৬৮ মেগাওয়াট (জিটি-২, ইউনিট ১,২)
- ১৫০ মেগাওয়াট (ইউনিট-৩)

২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৪৯১৮ মেগাওয়াট এবং এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর উৎপাদন চিত্র হবে নিম্নরূপঃ।

২০২১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানীর মোট উৎপাদন চিত্র

নির্মাণ ঃ
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট
- ১৩২০ মেগাওয়াট কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট

অবসর
- ৩০০ মেগাওয়াট (ইউনিট ৪,৫)

২০৩০ সাল নাগাদ কোম্পানীর উৎপাদন পরিকল্পনাঃ

২০২৬ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত মোট উৎপাদন দাড়াঁবে ৬৬৩৫ মেগাওয়াট এবং এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর উৎপাদন চিত্র হবে নিম্নরূপঃ

২০২৬ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত কোম্পানীর মোট উৎপাদন চিত্র

নির্মাণ ঃ
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট
- ১৩২০ মেগাওয়াট কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট

অবসর
- ৫৩ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট

সামাজিক দায়িত্ব (CSR) ঃ

- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন থেকে ডিসচার্জকৃত পানি দ্বারা আশুগঞ্জ ও সরাইল উপজেলায় প্রায় ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে বিএডিসির মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান।
- এপিএসসিএল কর্তৃক একটি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

- প্রকৌশলী মোঃ নূরুল আলম, পিইঞ্জ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এপিএসসিএল